খসড়া

জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	পটভূমি	১
২.	কৃষি বিপণন নীতি প্রণয়নের যৌক্তিকতা	১-২
৩.	জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১ এর ভিশন,মিশন ও উদ্দেশ্য	২
	১. ক) ভিশন	২
	২. খ) মিশন	২
	৩. গ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ	২
৪.	১.০ কৃষি বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন	৩
	২.০ কৃষি বিপণনে সহায়ক বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা	৩
	৩.০ কৃষি ব্যবসায় বাজার সংযোগ	৪
	৪.০ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বিপণন সম্প্রসারণ	৪-৫
	৫.০ সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন	৫
	৬.০ কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন	৫
	৭.০ দেশে উৎপাদিত ফল বিপণন সম্প্রসারণ	৬
	৮.০ কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে যুব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব হ্রাস	৬
	৯.০ কৃষিভিত্তিক ব্যবসা/শিল্প উন্নয়ন	৭
	১০.০ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ	৭-৮
	১১.০ কৃষি বিপণনে দক্ষ জনবল গঠন	৮
	১২.০ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানি	৮-৯
	১৩.০ সমবায় ও চুক্তিভিত্তিক বিপণন	৯
	১৪.০ কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা	৯-১০
	১৫.০ কৃষি উপকরণ বিপণন	১০
	১৬.০ ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং	১০-১১
	১৭.০ নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণন	১১
	১৮.০ কৃষি বিপণন উন্নয়নে গবেষণা	১২
	১৯.০ কৃষিপণ্যের গুদাম ও সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনা	১৩
	২০.০ কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন	১৩
	২১.০ জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি পর্যালোচনা	১৪
	২২.০ বাংলা ভাষার প্রাধান্য	১৪

পটভূমি

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি।বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। ধান,পাট, আলু, ভুট্টা, চা, সবজিসহ বিভিন্ন ফসলের বৈশ্বিক উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। বাংলাদেশের অনেক কৃষি পণ্যই দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির মতো সক্ষমতা রয়েছে। কৃষির এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ও সার্বিক কৃষির উন্নয়নে প্রয়োজন এখন একটি দক্ষ কৃষি বিপণন ব্যবস্থা।

কৃষির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে সাথেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবুজ বিপ্লবের আহবানের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবুজ বিপ্লবের ডাক থেকে শুরু করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে অসংখ্য পদক্ষেপে নেয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপের কারণেই খাদ্যে আমরা আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে সবল করা প্রয়োজন। কারণ উৎপাদনের সফলতা দক্ষ বিপণনের উপর নির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ১৯২৮ সালে গঠিত বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কাজ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, জনকল্যানে উক্ত অধিদপ্তরের ব্যবহার, কৃষক সম্পৃক্ততা, অধিদপ্তরের কাজের পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অদৃশ্য বিপণন কার্যক্রমটি আরও গুরুত্বের দাবিদার। প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত দুর্বলতা, পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসের স্বল্পতা, বিপণন সংক্রান্ত আইন,বিধি ও নীতিগত দুর্বলতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, বানিজ্যিক কৃষির প্রসার, লাভজনক কৃষি উৎপাদনের নিশ্চয়তা ও উৎসাহ এবং কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায় হয়ে থেকেছে।

বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, রুপকল্প ২০৪১, ডেল্টা প্লান, অষ্টম পঞ্চ বার্ষিকী কর্মপরিকল্পনাসহ স্বল্প,মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার সকল ক্ষেত্রেই কৃষিকে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, উত্তম কৃষি চর্চা নীতি-২০২০ ইত্যাদি সহ বিভিন্ন আইন, বিধি নীতি বাস্তবায়নের ফলে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে।

কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ প্রণয়ন এবং সম্প্রতি প্রণীত হয়েছে কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১। যেখানে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তার স্বার্থকে দেয়া হয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে আরো টেকসই ও জনবান্ধব করে সকল শ্রেণির দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রয়োজন একটি কার্যকর কৃষি বিপণন নীতি। যেখানে উৎপাদক তথা কৃষক থেকে শুরু করে ভোক্তাসহ এর মধ্যবর্তী সকল অংশীজনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও রুপরেখা থাকবে যার মাধ্যমে কৃষকের সত্যিকারের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে, কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন হবে, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন হবে এবং সর্বোপরি কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান সুদৃঢ় হবে। জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১ এ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার বর্তমান দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতপূর্বক কার্যকর একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যেখানে কৃষি বিপণন অবকাঠামো, কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি শিল্প স্থাপন, কৃষকের মূল্য সহায়তা প্রদান, সর্বনিম্ন ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ, গুনগত মান সংরক্ষণ এবং কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ কৃষি পণ্যের বিপণন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমান কৃষি বিপণন ব্যবস্থা আরও দক্ষ, কার্যকর, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং সাধারণ ভোক্তা বান্ধব হয়ে সকলের জন্য সহায়ক ও টেকসই কৃষি বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

কৃষি বিপণন নীতি প্রণয়নের যৌক্তিকতা

কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকাংশ উদ্যোগে কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যার ফলে কৃষি উৎপাদনে আমরা আজ ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছি। টেকসই উৎপাদনের সফলতা নির্ভর করে দক্ষ ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার উপর। কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের প্রকৃত মূল্যায়ন করে কৃষিকে একটি নিশ্চিত লাভজনক কর্মে রুপান্তর করতে পারলেই কেবল কৃষকের প্রকৃত উন্নয়ন হবে এবং একটি দীর্ঘ মেয়াদি স্থিতিশীল অর্থনীতির নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী হিসেবে

কৃষি বিপনন তথ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের মূল্য নীতি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন, কৃষি পণ্যের গুনগত মান নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, কৃষি পণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান, বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ সহায়তাসহ বিপণন সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আইন,বিধি ও কার্যাবলিসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজন এখন একটি কার্যকর কৃষি বিপণন নীতি। বর্তমানে একদিকে কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে, এক শ্রেনীর ব্যবসায়ীরা অস্বাভাবিক মুনাফা করছে অন্যদিকে সাধারণ ভোক্তা অধিক মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয় করছে এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ করছে । ফলে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি সুপরিকল্পিত বিপণন নীতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

প্রণীত জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১ সকলের সহযোগিতায় যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে কৃষক ন্যূনতম মূল্য সহায়তা পাবে, কৃষি পণ্যের জন্য সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া যাবে, বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন হবে, কৃষিতে নারীর ক্ষমতায়ন হবে, তরূণ-তরুণিরা কৃষি উদ্যোক্তা হয়ে উঠবে, একটি সুসংগায়িত সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন সম্ভব হবে, কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, কৃষিতে নারী উদ্যোক্তা বাড়বে, গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পাবে, কৃষি ব্যবসায় দায়িত্বশীলতা আসবে। সর্বোপরি কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় গতিশীলতা আসবে এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানের মাধ্যমে একটি টেকসই কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে।

জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১ এর ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্যঃ

রুপকল্প (Vision):

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক দক্ষ, কার্যকর, সুপরিকল্পিত ও টেকসই কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

- কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় একটি দক্ষ ও কার্যকর সাপ্লাই এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন করা;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণসহ বানিজ্যিক কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিকাজকে একটি নিশ্চিত লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা;
- কৃষি উদ্যোগের সাথে তরুণ ও তরুণীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- কৃষি ব্যবসাকে একটি সুপরিকল্পিত কাঠামোর মধ্যে আনার মাধ্যমে সাধারণ ভোক্তাদের জন্য কৃষি পণ্যের যৌক্তিক মূল্য ও গুণগত মান নিশ্চিত করা;

গ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

বাংলাদেশের কৃষি, কৃষক, কৃষি ব্যবসা ও কৃষি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে প্রয়োজন একটি দক্ষ, কার্যকর ও সুপরিকল্পিত কৃষি বিপণন ব্যবস্থা। কৃষকের বহু কষ্টে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রদান ও সাধারণ ভোক্তা কর্তৃক সম্ভাব্য যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়ে সহায়তা, কৃষি ব্যবসার সম্প্রসারণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন ও বাংলাদেশি কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ বৃদ্ধিই ‘জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১’-এর মূলকথা। এছাড়া সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ

১.কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের কাম্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং কৃষি কাজকে লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা

২.কৃষি ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসাকে আরও লাভজনক করা ও কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;

৩.নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ ও মূল্য সহনীয় রাখা;

৪.কৃষি পণ্যের দেশীয় চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি বৃদ্ধি করা ;

৫.সার্বিকভাবে একটি দক্ষ, পরিকল্পিত ও সবার জন্য সহায়ক সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন করা করা;

৬.প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও কৃষি শিল্পের উন্নয়ন করা।

১. কৃষি বিপণন অবকাঠামো উন্নয়নঃ

কৃষক ও বিনিয়োগকারীদের পণ্য সুষ্ঠুভাবে ভোক্তার কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো, প্যাকিং হাউজ, হিমাগার, সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র নির্মাণ, অনলাইন অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কৃষিপণ্যের বিপণন সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১.১ কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ ও সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রতিটি ইউনিয়ন, জেলা ও উপজেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত সমজাতীয় পণ্য ও সাধারণ পণ্যভিত্তিক বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা;

১.২ গ্রাম, উপজেলা এবং শহরের কৃষি বাজারগুলোর ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা;

১.৩ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, রপ্তানি বৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল ও মেগা ফুড পার্ক নির্মাণ করা;

১.৪ কৃষি এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত বিপণন উপযোগী কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিশ্চিতকরণ ও পণ্যের গুণগত মান প্রত্যয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অবকাঠামো উন্নয়ন করা;

১.৫ পচনশীল কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উৎপাদক থেকে শুরু করে রপ্তানিসহ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা;

১.৬ বিভিন্ন ফসলের অধিক উৎপাদনশীল এলাকা ও বিপণন এলাকায় প্যাকিং হাউজসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা;

১.৭ প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং, পরিবহণ, রপ্তানি, অনলাইন মার্কেটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির মাধ্যমে বিপণন অবকাঠামোর উন্নয়ন করা;

১.৮ কৃষিপণ্য বিপণনে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক অনলাইন ভিত্তিক বিপণন অবকাঠামো নির্মাণ করা;

১.৯ কোল্ডস্টোরেজসহ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত অন্যান্য বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সরকারি সহযোগিতা প্রদান।

২. কৃষি বিপণনে সহায়ক বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনাঃ

কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, লাভজনক ও সুষ্ঠুভাবে কৃষি ব্যবসা পরিচালনা, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ভোক্তা কর্তৃক যৌক্তিক দামে কৃষিপণ্য ক্রয়, গবেষণা ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নের জন্য কৃষিপণ্যের মূল্য, প্রাপ্তিস্থান, প্রক্ষেপণ, যোগাযোগ, কৃষক ও ব্যবসায়ী সম্পর্কিত তথ্যের অবাধ প্রবাহ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, প্রচার ও প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ও কৃষি ব্যবসা সহায়ক বাজার তথ্যের উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

২.১ পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, মধ্যস্বত্বভোগী, ক্রেতা-বিক্রেতা ও ভোক্তা, পণ্যের গুণগতমান, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, ডাটবেজ তৈরী ও বিতরণ করার ব্যবস্থা করা;

২.২ কৃষক, উদ্যোক্তা ও বিপণনকারীদের পণ্যের মূল্য সংযোজনে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সম্প্রসারণ করার নিমিত্ত এই সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা এবং কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, লেবেলিং ও বাজারজাতকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের সুফল সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা;

২.৩ বিভিন্ন সময়ে কৃষিপণ্যের বিপণন সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য সরকারকে দিয়ে বিভিন্ন নীতি প্রনয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা;

২.৪ বেতার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট/ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পত্রিকা, বুলেটিন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডসহ সম্ভাব্য সকল মাধ্যমে বাজার তথ্য সহজলভ্য করা;

২.৫ বাজার দর হ্রাস-বৃদ্ধি, মজুদ, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতিসহ সার্বিক বাজার অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ জনগন / ভোক্তা ব্যবসায়ী ও সরকারকে সচেতন রাখা;

২.৬ পণ্যভিত্তিক বাজারের অবস্থান, মজুদ, প্রাপ্যতা, কোন অঞ্চলে কোন পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বেশি সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও বিভিন্নভাবে প্রচার ও প্রকাশ করা;

২.৭ কৃষি পণ্য ও উপকরণ সংক্রান্ত সকল ধরণের আন্তর্জাতিক বাজার তথ্য , কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের জন্য সহজলভ্য করা;

৩.কৃষি ব্যবসায় বাজার সংযোগঃ

প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগের অভাবে কৃষক/উৎপাদক প্রকৃত ক্রেতা খুঁজে পায় না, আবার কখনো কাঙ্ক্ষিত বাজারে পণ্য পৌঁছাতে পারে ফলে ন্যায্যমূল্য থেকে কৃষক বঞ্চিত হচ্ছে। বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

৩.১ কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতাকারী, পরিবহন ব্যবসায়ী,রপ্তানিকারি, ভোক্তাদের সম্পর্ক স্থাপনে বিভিন্ন মেলা, সভা, সেমিনার, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা;

৩.২ বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দল এর সাথে সংযোগ স্থাপনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহায়ক ভূমিকা পালন;

৩.৩ দেশের সকল কৃষক, কৃষক গ্রুপ,বিশেষায়িত কৃষিপণ্য উৎপাদক, প্রক্রিয়াজাতকারী আমদানিকারী, রপ্তানিকারী, ব্যবসায়ী এবং পাইকারী বিক্রেতার তথ্য সংকলন, ওয়েবভিত্তিক করা ও সকল শ্রেনীর জন্য সহজলভ্য করা;

৩.৪ আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি ব্যবসায় যুক্ত হতে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারিসহ সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেনীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;

৩.৫ কৃষক, বিভিন্ন ধরণের কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারী, আমদানিকারী, বানিজ্যিক চাষিসহ বিভিন্ন শ্রেণির কৃষি উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনলাইন ভিত্তিক বাজার সংযোগে সহায়তা করা;

৩.৬ বৃহৎ কোম্পানী বা শিল্প প্রতিষ্ঠান যাতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বা পশ্চাদ সংযোগ ও চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন করে তার সহায়তা করা;

৩.৭ অধিদপ্তরের বিভিন্ন লজিস্টিক/অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা পরিচালনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে;

৩.৮ প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কৃষকের বাজারে কৃষি পণ্য বিক্রয়ে কৃষকদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা করা;

৩.৯ চর, হাওর, পাহাড়, উপকূলীয় ইত্যাদি দুর্গম এলাকায় কৃষিপণ্য বিপণনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা।

৪.প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বিপণন সম্প্রসারণঃ

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বায়ন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বৈশ্বিক উন্মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভোক্তাদের জীবন মান ও খাদ্যাভাসেও এসেছে পরিবর্তন। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসা উন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসা ও শিল্প উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যাবলী গ্রহণ করা হবে-

৪.১ বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা উন্নয়নে ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া;

৪.২ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত শস্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকার প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত সংক্রান্ত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা ও মেশিনারিজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার প্রদান;

৪.৩ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দেশী বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি, স্মারক ও সম্পর্ক জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া;

৪.৪ কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে গুণগত ও স্বাস্থ্যগত বিষয়ে মনিটরিং করা;

৪.৫ ফুটপাত, হাট-বাজার, রেলস্টেশন, ফেরীঘাট লঞ্চঘাট বা অন্যান্য উন্মুক্তস্থানে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;

৪.৬ গৃহ পর্যায়ে কৃষিপণ্য প্রকিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য প্রচার, প্রচারণা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;

৪.৭ অঞ্চলভিত্তিক বিশেষায়িত অপ্রচলিত বা প্রচলিত কিংবা কম প্রচলিত গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্য জনপ্রিয়করণ ও বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.৮ গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বাজার অনুসন্ধান, বাজার সংযোগ, প্রচার-প্রচারণা ও বিভিন্ন বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা।

৪.৯ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকরণ ও বিপণনে উদ্যোক্তা শ্রেনীর জন্য সার্টিফিকেট প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

৫.সাপ্লাই চেইন উন্নয়নঃ

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে কৃষিপণ্যের দক্ষ ও কার্যকর বাজারজাতকরণে একটি সমন্বিত সাপ্লাই চেইন অপরিহার্য। একটি সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা কৃষিপণ্যের ব্যবসায়িক প্রবাহে শুধু খরচই কমাবেনা বরং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দূর করে কৃষিপণ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পথকে করবে সুগম। সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

৫.১ স্বল্পখরচ, দ্রুততম সময়, নিয়ন্ত্রিত ও পদ্ধতিগতভাবে যাতে কৃষিপণ্য উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বশেষ ভোক্তা পর্যন্ত যেমন- কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী, কৃষক/উৎপাদক, পাইকার, প্রক্রিয়াজাতকারী, খুচরা ব্যবসায়ী ও ভোক্তার মধ্যে একটি একটি সুশৃঙ্খল পণ্য সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

৫.২ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের সাথে সম্পর্কিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও বিভিন্ন চুক্তি, সমঝোতা সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পর্ক জোরদার করা;

৫.৩ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের জন্য নির্মিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান করা।;

৫.৪ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের মধ্যে তথ্য প্রবাহ অবাধ ও সহজলভ্য করা এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা;

৫.৫ সাপ্লাই চেইনের কার্যক্রমকে নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা এবং এতদ্সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক সরকারকে সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখা;

৬.কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নঃ

কৃষিতে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মেধা, শ্রম, অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতা সর্বজনস্বীকৃত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা নারী উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কৃষিতে নারী অবদানের স্বীকৃতি, নারী কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আর্থিক স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধি এবং বিপণন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ দ্বারা সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে-

৬.১ কৃষি বিপণনে দক্ষ নারী উন্নয়নে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফসলের কর্তনোত্তোর ব্যবস্থাপনা, লেবেলিং, প্যাকেজিং, কৃষি ও কৃষিজাতপণ্য এবং উপকরণের বিপণনে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন;

৬.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি পরিসরে কৃষি ব্যবসার সাথে নারীদের জড়িত হওয়ার জন্য কৃষি ব্যবসা সংক্রান্ত লজিস্টিকস সাপোর্ট ও ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

৬.৩ উদ্যান ফসল বিপণন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার জন্য সার্বিক সহায়তা করা;

৬.৪ কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করা;

৬.৫ কৃষি ও কৃষিজাতপণ্য, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি ভিত্তিক নারী ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করা;

৬.৬ সহজে বাজারে প্রবেশ ও দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নারী উদ্যোক্তাদের পাইকারী, খুচরা ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক বা ভোক্তাদের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগে সহযোগিতা করা;

৬.৭ ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে সহজে কৃষি ব্যবসা পরিচালনা ও ই-শপ গঠনেও সহায়তা করা;

৬.৮ জেলা, উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে নারী কৃষি উদ্যোক্তাদের কর্ম ও কর্মপরিকল্পনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;

৬.৯ জেলা, উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নারী কৃষি ব্যবসায়ীকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা;

৬.১০ পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চয়তা বিষয়ক কর্মকান্ডে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা;

৭.**দেশে উৎপাদিত ফল বিপণন সম্প্রসারণঃ**

প্রাকৃতিক উর্বরতার লীলাভূমি বাংলাদেশর আনাচে কানাচে আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, পেয়ারা, কলা, জাম্বুরা, ডাব, তরমুজ, বড়ই, কামরাঙ্গা, কদবেল, ছফেদা, বেল, আনারস, পেঁপে এ রকম অসংখ্য ফল কম খরচে কখনো কখনো বিনা খরচে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এছাড়া মালটা, ড্রাগন, কমলা, আঙ্গুরসহ বিভিন্ন বৈদেশিক ফলও বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন এবং কার্যকর বাজার সংযোগের মাধ্যমে এ খাতে বিশাল কর্মসংস্থান ও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ফলের বাজার সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে-

৭.১ দেশে উৎপাদিত ফলের খুচরা ব্যবসায়ী, পাইকার, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, আঞ্চলিক, দেশীয় ও বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা;

৭.২ মূল্য সংযোজন ও বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি দ্বারা অধিক মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

৭.৩ সরাসরি সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইনের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে বাজার সংযোগে সহায়তা করা;

৭.৪ সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উৎপাদিত ফলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

৭.৫ সমবায়ভিত্তিক বা গ্রুপ ভিত্তিক বিপণন কেন্দ্র বা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণে প্রযুক্তি ও পরিচালনায় সহায়তা করা;

৭.৬ বিদেশ হতে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে দেশে উৎপাদিত ফলের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ী উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা;

৭.৭ প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তার সাথে অঞ্চলভিত্তিক দেশীয় ফলের সরাসরি পশ্চাৎ সংযোগ (backward linkage) স্থাপনে সহায়তা করা;

৭.৮ বিভিন্ন দেশীয় ফলের সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, পরিবহন বিপণনে সুবিধা অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা;

৮.**কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে যুব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব হ্রাস।**

বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত কৃষিপণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন, বাণিজ্যিক কৃষি ও কৃষিভিত্তিক ব্যবসা ও শিল্পের প্রসার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গ্রামের তরুণদেরকে শহরমুখী যাত্রারোধে ও শুধুমাত্র চাকুরির পিছনে ছুটা রোধে বাণিজ্যিক কৃষিতে ও কৃষি ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণ, কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী, গৃহ পর্যায় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসায় যুক্ত করতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে-

৮.১ কৃষি ব্যবসায়ে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে যুবকদের কৃষি ব্যবসায়ে উৎসাহিত করা

৮.২ লাভজনক কৃষি ব্যবসা শনাক্তকরণ, ছোট ও মাঝারী কৃষি শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৮.৩ মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সুবিধা প্রদান করা;

৮.৪ সমবায় ও গ্রুপ ভিত্তিক বিপণনে যুবকদের সম্পৃক্ত করে যুবকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

৮.৫ উৎপাদন এলাকাভিত্তিক সম্ভাব্য সকল ধরণের কৃষি ব্যবসায় যুবকদের সম্পৃক্ত করা;

৮.৬ ই-এগ্রিমার্কেটিং এ শিক্ষিত তরুণদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

৮.৭ তরুণ উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণা ও ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;

৮.৮ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রসেসিং সেন্টারে সংরক্ষিত প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বেকারদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৮.৯ যুবকদেরকে, কৃষি ব্যবসায়ে বিনিয়োগে উৎসাহ, ঋণ সহায়তা ও প্রণোদনা এবং উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসায়ে অণুপ্রাণিত করা;

৮.১০ সার ও বীজসহ অন্যান্য উপকরণ ব্যবসা, নার্সারি ব্যবসা, সমবায়/সমিতি/দলভিত্তিক বাণিজ্যিক মৎস্য চাষ ও বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান ও শিল্প স্থাপন এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবসায় যুবকদের উৎসাহিত করা;

৮.১১ উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী যুবকদেরকে উদ্যোগ বিষয়ে যুব উন্নয়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদান,কার্যকর মূল্যায়ন ও ফলো আপ করা;

৮.১২ নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণনের মাধ্যমে যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানকে উৎসাহ ও প্রণোদনা দান করা।

৯.কৃষিভিত্তিক ব্যবসা/শিল্প উন্নয়ন

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি। ধান, পাট, মাছ, আলু ও বিভিন্ন শাকসবজিসহ কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বসেরাদের অন্যতম। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের কৃষি বৈশ্বিক চাহিদা পূরণে এক নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র। দেশের চাহিদা মিটিয়ে কৃষিপণ্য এখন বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, শিক্ষিত মেধাবীদের কৃষি ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণ, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবসার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ব্যতীত কৃষির উন্নয়ন অসম্ভব। কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

৯.১ অঞ্চলভিত্তিক শাকসবজি ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এবং এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ;

৯.২ ফুল উৎপাদিত এলাকায় ফুল সংরক্ষণ ও ফুল হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন প্রসাধনী, ঔষধ, শিল্প স্থাপন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

৯.৩ বিভিন্ন ঔষধ ও প্রসাধনী শিল্প স্থাপন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বাজার সংযোগে সহায়তা করা;

৯.৪ কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার ও বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.৫ কৃষি ভিত্তিক শিল্পোন্নয়নে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.৬ সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে অঞ্চলভিত্তিক অধিক উৎপাদনশীল পণ্যের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে সহায়তা করা;

৯.৭ কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

৯.৮ কৃষি শিল্পোন্নয়নে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপকে(পিপিপি) উৎসাহিত করা;

৯.৯ সরাসরি কৃষকের এবং কৃষি ব্যবসায়ীদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্র্যান্ডিং-এ সহযোগিতা করা;

১০.নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের দ্রব্যমূল্য সহনীয়করণঃ

অধিক জনসংখ্যা বহুল ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল যখন তখন নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। বাজারজাতকরণের সমস্যা চিহ্নিত করে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে চাহিদা অনুযায়ী সহনীয় ও যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও আপদকালীন সময়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য বছরব্যাপী সহনীয় পর্যায়ে রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

১০.১ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বছরব্যাপী চাহিদা নিরূপণপূর্বক তদানুসারে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন ও আমদানি ইত্যাদি লক্ষমাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করা;

১০.২ উৎপাদন খরচজনিত মূল্যবৃদ্ধি রোধে কৃষি উপকরণের মূল্য সহনশীল রাখা, প্রয়োজনীয় ভর্তুকীর পরিমাণ নির্ধারণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা;

১০.৩ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন রোধে যৌক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন করা সেই সাথে কৃষি ব্যবসায় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা;

১০.৪ কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এবং কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ যথাযথ বাস্তবায়ন করা;

১০.৫ নিত্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের বিকল্প পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখতে চাহিদা নিরূপণ ও যথাসময়ে বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

১০.৬ অবৈধভাবে বাজারে কৃত্রিম সংকট, মজুদ ও অন্যান্য বেআইনী কার্যক্রম রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

১০.৭ দেশীয় ও আঞ্চলিক মোট চাহিদা অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদনে কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদান করা;

১০.৮ একচেটিয়া বাজার রোধে নতুন নতুন কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

১০.৯ বাজারের সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য চাহিদা অনুযায়ী সরকারিভাবে বিভিন্ন কৃষিপণ্য মজুদ রাখতে সরকারকে সহায়তা করা;

১০.১০ ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস, খড়া, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষিপণ্য মজুদ ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া;

১০.১১ পচনশীল কৃষিপণ্য যেমন পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ ও অন্যান্য বিভিন্ন কৃষি পণ্য সংরক্ষণ করে আমদানি নির্ভরতা কমানো আপদকালীন এবং অধিক মূল্যের সময় ব্যবহারে উৎসাহীকরণ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান;

১০.১২ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানপূর্বক করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে সহায়তা করা;

১০.১৩ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১০.১৪ বিভিন্ন অস্থিতিশীল বা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে বিভিন্ন কৃষি পণ্যের ডিরেক্ট মার্কেটিং বা সরাসরি বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা।

১১.কৃষি বিপণনে দক্ষ জনবল গঠনঃ

বাজারজাতকরণ হচ্ছে যেকোন ব্যবসায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অদৃশ্য কাজ। কৃষিপণ্যের বিপণন অত্যন্ত জটিল ও চ্যালেন্জিং কাজ, এর বিপরীতে অভিলক্ষ্যের উৎপাদক ও ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনে মধ্যস্থতা করাও দূরহ কাজ। উক্ত কাজ সাফল্য, দক্ষতা ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিনিময়, উচ্চতর পড়াশোনা ও কারিগরি জ্ঞানলাভ অত্যন্ত জরুরি। বিপণনে দক্ষ সরকারি ও বেসরকারি জনবল গঠনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে-

১১.১ কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি যেমন- ফসল সংগ্রহ পদ্ধতি, সর্টিং, গ্রেডিং, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, পরিবহন, গুণগতমান বজায়, প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য তৈরি এবং বিপণন কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা;

১১.১ কৃষি বিপণনের উপর দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ যেমনঃ বৈদেশিক মাস্টার্স, পিএইচডি, ডিপ্লোমাসহ বিভিন্ন স্বল্প ্ব মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বা ইন্ডাস্ট্রিতে শর্ট কোর্সে অংশগ্রহণ;

১১.২ বৈদেশিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক বিনিময়, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিনিময় করা, শিক্ষা সফর করা;

১১.৩ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কৃষি খামার, এগ্রোপ্রসেসিং ও রপ্তানিকারক জোন পরিদর্শন এবং ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ;

১১.৪ নিয়মিতভাবে কৃষি বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা, সার্ভে এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি করা এবং অভ্যন্তরীণ জার্নালে প্রকাশ,প্রচার ও সংরক্ষণ করা;

১১.৫ কৃষি বিপণনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ও বিভাগসমূহ সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদারকরণ;

১১.৬ গবেষণা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ইত্যাদি পেশাদারি প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করা;

১২. কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানিঃ

বাংলাদেশ ক্রমেই বাণিজ্যিক কৃষির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাণিজ্যিক কৃষির উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করতে দেশের বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য যেমনঃ ফুল, ফল, শাকসবজি,কৃষিজাত কারুপণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন রকমের খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে কৃষির নতুন সম্ভাবনার দ্বার ক্রমশ উন্মোচিত করার জন্য যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবী।

১২.১ বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য আন্তর্জাতিক নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করা;

১২.২ বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষিপণ্য এবং তা থেকে প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য বিপণন সম্প্রসারণের জন্য আন্তর্জাতিক ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি জোরদার করা;

১২.৩ বিদেশী কৃষিপণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইনটেলিজেন্স সম্পর্কিত তথ্য, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, বাজার সম্প্রসারণ, উচ্চতর মূল্য প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

১২.৪ কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের জন্য সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় বৃদ্ধি করা;

১২.৫ কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করা;

১২.৬ পরিবেশবান্ধব কৃষি/জৈব কৃষিজাত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১২.৭ ফুল, ফল এবং শাকসবজিসহ পচনশীল কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা;

১২.৮ স্থানীয় কৃষি ব্যবসায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ কোন পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ বা নীতির মধ্যে আনয়ন;

১২.৯ কোন কৃষিপণ্য বিদেশ হতে আমদানির ক্ষেত্রে সেই পণ্যের প্রকৃত উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী দেশের তথ্যের নিশ্চয়তা (Traceability) প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া;

১২.১০ আমদানি ও রপ্তানিকৃত বিভিন্ন কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে দেশী বিদেশী বিভিন্ন মানদন্ড অনুসরণ ও নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা;

১২.১১ কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য বিভিন্ন পণ্যের পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য যেমন- কৃষিপণ্য রপ্তানি বিষয়ক বিভিন্ন পণ্যের পরীক্ষা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, আন্তর্জাতিক গুণগত মানদন্ড, পরীক্ষণ ও মেশিনের যোগ্যতার মানদন্ড, মেশিনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি তথ্য ওয়েবভিত্তিক করা;

১২.১২ কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা জোড়দার করা;

১২.১৩ রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যের বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, নৌবন্দরে গুণগত মান বজায় রেখে পণ্য আনয়নে সহায়তা করা;

১২.১৪ কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী হওয়ার জন্য কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজতকরণের যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে কম সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং বিনা শুল্কে/সহনীয় শুল্কে আমদানির সুযোগ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১২.১৫ কৃষি পণ্য রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষি উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগ বাড়ানো;

১২.১৬ আকাশপথে শাকসবজিসহ প্লান্ট, ফলমূল, ফুল ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া যৌক্তিকীকরণ এবং কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য বিশেষ পরিবহণ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ;

১২.১৭ পচনশীল পণ্য হিসেবে তাজা শাকসবজি, ফলমূল ও ফুল এর সজিবতা অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত স্থল,নৌ ও বিমান বন্দর এলাকায় সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

১২.১৮ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল গঠন, প্যাকহাউস সুবিধা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন;

১২.১৯ কৃষি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সময়ে রোডম্যাপ প্রণয়ন ও তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ;

১২.২০ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারি-বেসরকারি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

১৩. সমবায়,চুক্তিভিত্তিক ও গ্রুপ ভিত্তিক বিপণনঃ

কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন এবং ভ্যালু চেইনের উন্নয়ন, কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, দক্ষতা উন্নয়ন, মানসম্মত এবং ন্যায্যমূল্যে উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন এবং বিপণনে ইকোনমিস অব স্কেল অর্জনের জন্য সমবায় ,দল ভিত্তিক এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণনের গুরুত্ব অপরিহার্য। সমবায়, দল ভিত্তিক এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১৩.১ কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে সমবায়,দল ভুক্তিক ও চুক্তিভিত্তিক বিপণনকে সহযোগিতা ও উৎসাহিত প্রদান করা;

১৩.২ ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তিতে সমবায়/গ্রুপ ভিত্তিক উপকরণ ক্রয়, সংগ্রহ, ঋণ সহায়তা প্রদানকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা;

১৩.৩ রপ্তানিকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, সুপারশপ ও অন্যান্য কৃষি ব্যবসায়ী বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিভিত্তিক বিপণনে মধ্যস্থতা করা;

১৩.৪ চুক্তিভিত্তিক বিপণনের সময় মানসম্মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ, ঋণ সুবিধা, কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং প্রচার কার্য নিশ্চয়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;

১৩.৫ ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং বিভাগভিত্তিক কৃষক বিপণন সমবায় সমিতি/গ্রুপ গঠন এবং একটি জাতীয় কৃষক বিপণন সমবায়/কৃষক বিপণন /দল সমিতি গঠনে সহায়তা করা;

১৩.৬ সমবায় ও চুক্তিভিত্তিক কৃষিপণ্য বিপণনে নারীদের অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ প্রদান করা।

১৪.কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনাঃ

কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা। সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল মার্কেট ডিরেকটরি, বাজার তথ্য প্রচার, বাজার বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন বাজারের দামের মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনয়ন, প্যাকেজিং সুবিধা, সংরক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি। কৃষিপণ্যের মানসম্মত বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১৪.১ ডিজিটাল মার্কেট ডিরেকটরি প্রণয়ন ও প্রচার, উচ্চতর বাজার গবেষণা, নিয়মিতভাবে বাজার তদারকি এবং অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৪.২ রাজধানীতে বিদ্যমান পাইকারী বাজারসমূহ বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা;

১৪.৩ কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদের জন্য এগ্রিবিজনেস তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৪.৪ পণ্যের ধরণ অনুযায়ী সঠিক ওজনে,সংখ্যায় বা পদ্ধতিতে কৃষি পণ্য বিপণন নিশ্চিত করা;

১৪.৫ পচনশীল কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের নিমিত্ত এসেম্বল সেন্টার, কুল চেম্বার ব্যবহার, ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার ও অন্যান্য ছোট কারিগরী প্ল্যান্ট নির্মাণে সহযোগিতা করা;

১৪.৬ কৃষি ব্যবসায় কৃষক-ব্যবসায়ী-ভোক্তার মধ্য ভারসম্যপূর্ণ মূল্য বিস্তৃতি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৪.৭ খুচরা, পাইকারি, সেন্ট্রাল, টার্মিনাল ও এসেম্বল সেন্টারে বিপণন কার্যক্রম সমাপনান্তে উক্ত স্থানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি রোধে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৪.৮ কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি স্তরে নিয়ম শৃঙ্খলা আনয়ন, আস্থাহীনতা রোধ, বিশ্বস্ততা স্থাপন ও সুনিয়ন্ত্রিত পণ্য প্রবাহের যাবতীয় সহযোগিতা প্রাদান করা;

১৪.৯ কৃষি পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখতে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮, কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১, অন্যান্য আইন,বিধি ও নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

১৫.কৃষি উপকরণ বিপণনঃ

খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব নির্মাণে পৃথিবীর সকল দেশ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে । উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কৃষির আধুনিকায়নে প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী নিত্য নতুন উদ্ভাবনী যন্ত্রপাতি ও কৃষি উপকরণের আবির্ভাব হচ্ছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, লাভজনক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে এ সমস্ত আধুনিক কৃষি উপকরণ কৃষক ও ব্যবসায়ীর কাছে সহজে ও স্বল্প মূল্যে হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরি।

১৬.১ কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ীর সাথে কৃষক/কৃষক গ্রুপের বা কৃষি ব্যবসায়ীদের সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

১৬.২ বেসরকারি কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানকে যৌক্তিক মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিপণন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠায় সরকারি ও বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা;

১৬.৩ কৃষি উপকরণের মান পরিবীক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত ল্যাব ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা;

১৬.৪ কৃষি উপকরণের অনুমোদিত মান যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং সরবরাহ, গুদামজাতকরণ, মূল্য এবং গুণগতমান তৃণমূল পর্যন্ত পরিবীক্ষণের আওতায় আনা;

১৬.৫ পরিবেশ দূষণকারীত, মানহীন ও নিম্নমানের কৃষি উপকরণ উৎপাদন, আমদানি, বিপণন, বিতরণ এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা;

১৬.৬ কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক সময়ে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি উপকরণ আমদানি/ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়া জোরদার করা;

১৬.৭ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি উপকরণের আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৬.৮ কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য ডিএএম, ডিএই, বিএডিসি ইত্যাদি সংস্থার সম্বনয়ে পরিদর্শন টিম গঠন;

১৬.৯ উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা;

১৬.১০ উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উপকরণের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

১৬.১১ কৃষি উপকরণের উৎপাদন খরচ নির্ণয়পূর্বক কৃষককে যৌক্তিক মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

১৬. ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং

একবিংশ শতাব্দীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশে কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকল শ্রেণীকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে এনে কৃষিপণ্যের ই-বিপণন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়,

কৃষিভিত্তিক ই-কমার্স উন্নয়ন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সহজে কৃষিপণ্যভিত্তিক ব্যবসা ও বাজারে প্রবেশ এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতকরণে ই-কৃষি বিপণন সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১৬.১ কৃষক, ভোক্তা, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, গুদামজাতকারী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে একত্রিত করা হবে;

১৬.২ ই-কৃষি বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আলাদা পোর্টাল চালু করা হবে এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত এপ্স চালু করা;

১৬.৩ কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদেরকে কৃষি পণ্য বিপণনে প্রচার প্রচারণায় সহায়তা করা;

১৬.৪ অনলাইনে কৃষি পণ্যের বাজার দর,গুণগত মান ও কৃষি ব্যবসা মনিটরিং করা;

১৬.৫ কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকল শ্রেণীর মধ্যে সরাসরি অনলাইনভিত্তিক বাজার সংযোগ ও কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি করা;

১৬.৬ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার করে বাজার সংযোগ ও ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা;

১৬.৭ নিবন্ধনকৃত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বিপণন মানদন্ডানুসারে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষার ব্যবস্থা করা;

১৬.৮ অনলাইনভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তা করা;

১৬.৯ ই-কৃষি বিপণনে জড়িত সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

১৬.১০ অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন কার্যক্রম বিশেষ করে গুণগত মান, পেমেন্ট, সময়, চুক্তি অনুযায়ী ডেলিভারি ইত্যাদি বিষয় মনিটরিং করা;

১৬.১১ অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণনে মহিলা ও যুবকদেরকে সম্পৃক্তা করা;

১৭. নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণনঃ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সকলের জন্য খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সহনীয় মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা। পুষ্টিকর খাদ্যের অন্যতম পূর্বশর্ত নিরাপদ কৃষি পণ্য। নিরাপদ কৃষি পণ্য বিপননে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১৭.১ সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ খাদ্য বিপণন, উদ্বুদ্ধকরণ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৭.২ ফল ও শাকসবজিতে প্রয়োগকৃত রাসায়নিক ও বালাইনাশকের মাত্রা নির্ণয়ে সহজ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি উদ্ভাবন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৭.৩ প্যাকিং হাউজ, সংরক্ষণাগার ও সরঞ্জামাদি পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং এ সমস্ত অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৭.৪ নিরাপদ কৃষি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করা;

১৭.৫ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, উত্তম কৃষি চর্চা নীতি-২০২০ ও অন্যান্য বিধিবিধান মোতাবেক স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কৃষিপণ্য সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৭.৬ স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে এমন ফসলের বিপণনকে নিরুৎসাহিত করা;

১৭.৭ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কৃষিপণ্য পরিবহন পদ্ধতি নিশ্চতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৭.৮ মান নিয়ন্ত্রণ ও ফাইটো-স্যানিটারি বিষয়ক চাহিদা পূরণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অংশগ্রহণের পাশাপাশি এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা উন্নয়ন।

১৭.৯ কৃষিজ পণ্য পরিবহণ, মোড়কীকরণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয় বিক্রয় তথা সার্বিক বিপণনে সরকার কর্তৃক ঘোষিত GAP নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা;

১৭.১০ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কৃষকের বাজারে নিরাপদ কৃষি পণ্য বিপণনে কৃষককে সর্বাধিক গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

১৮. কৃষি বিপণন উন্নয়নে গবেষণাঃ

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, সাধারণ ভোক্তা, সরকারি বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কৃষির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অংশীজনের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা, প্রয়োজনীয়তা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সার্বিক কৃষির কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে গবেষণার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে সংগ্রহোত্তর বিভিন্ন পর্যায় ও কার্যক্রম, গুণগত মান, সরবরাহ, চাহিদা, পরিবহন, রপ্তানি, গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সহ অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা নিয়ে গবেষনার মাধ্যমে একটি কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা বের করা সম্ভব। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত গবেষণা কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হবে-

১৮.১ কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়ক সাপ্লাই চেইনে কৃষক, খুচরা ব্যবসায়ী, পাইকার, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকসহ সর্বস্তরের অংশীজনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

১৮.২ কোন কৃষি পণ্যের কি পরিমান প্রকৃত চাহিদা, সরবরাহ পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও আমাদের করণীয় বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা;

১৮.৩ কোন ফসলের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বেশি, কোন ফসল চাষ করা লাভজনক, কেন লাভজনক ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করা এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করা;

১৮.৪ মৌসুম ভিত্তিক কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয়, সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে সংঘটিত বিভিন্ন খরচ ও মুল্য বিস্তৃতিসহ বিভিন্ন ধরণের বিপণন ব্যয় এবং কৃষি পণ্যের যৌক্তিক খুচরা ও পাইকারি মূল্য নির্ধারণে নিয়মিত গবেষণা করা;

১৮.৫ সাপ্লাই চেইনের প্রত্যেক অংশীজনের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার, নতুন বা পুরাতন কৃষি ব্যবসায়ীদের বাজার সম্প্রসারণ, কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কৃষি ব্যবসা ও শিল্পোন্নয়নে প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগ আরও যুগোপযোগীকরণে গবেষণা অব্যাহত রাখা;

১৮.৬ কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণ প্রদান, মূল্য সংযোজন, বহুমুখীকরণ, প্যাকেজিং ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্যবসা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে গবেষণা করা;

১৮.৭ কৃষি বিপণন তথা কৃষি ব্যবসা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি উদ্যোক্তা ও বাণিজ্যিক কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে সামাজিক ও আর্থিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নে গবেষণা করা;

১৮.৮ বাংলাদেশের বিদ্যমান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণ-তরুণীকে কৃষি ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করে কীভাবে যুব উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায় এ সংক্রান্ত গবেষণা;

১৮.৯ কৃষি বিপণনকে সহজীকরণ, আধুনিক, সুনিয়ন্ত্রিত, পরিকল্পিত, যুগোপযোগী ও দীর্ঘমেয়াদীভাবে লাভজনক করে গড়ে তোলা এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন দ্বারা কৃষি ব্যবসা ও শিল্পোন্নয়নে গবেষণা করা;

১৮.১০ কৃষিপণ্যের দক্ষ বাজারজাতকরণ, বাজার ব্যবস্থাপনা, মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান ও করণীয় বিষয়সমূহ নির্ধারণ করে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে গবেষণা করা;

১৮.১১ বাণিজ্যিক কৃষির উন্নয়ন গ্রামের শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণ-তরুণীসহ, কৃষক, প্রবীণ ও গৃহিনীদের আর্থিক উন্নয়নে কৃষি ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কৃষির সম্প্রসারণ দ্বারা কিভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা;

১৮.১২ কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, সম্ভাব্য রপ্তানীযোগ্য পণ্য তালিকা প্রস্তুতকরণ, বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে গবেষণা করা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আমদানি-রপ্তানি কার্যে সহায়তা করা;

১৮.১৩ কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় বিপণন সহায়ক উপকরণসমূহের প্রাপ্তিস্থানসহ সহজলভ্যতা, সঠিকমূল্যে প্রাপ্তি, প্রয়োজনীয়তাসহ আধুনিক উপকরণ সম্বন্ধে সকল প্রকার গবেষণালব্ধ ফলাফল কৃষক, ব্যবসায়ী,ভোক্তা ও সরকারকে সরবরাহ করা;

১৮.১৪ ফসল সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, হ্যান্ডলিং, পরিবহন, প্যাকেজিং ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা।

১৯. কৃষিপণ্যের গুদাম ও সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনাঃ

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশের গতানুগতিক কৃষি এখন দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে। কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ বিপণনের অন্যতম প্রধান কাজ। ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে অধিক মূল্য পেতে গুদাম সংরক্ষনাগার ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে-

যে অঞ্চলে যে সকল কৃষিপণ্য অধিকহারে উৎপাদিত হয় তার ভিত্তিতে সেই অঞ্চলে গুদাম বা কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন করা;

১৯.১ মৌসুমে যেন কৃষক কম দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য না হয় সেজন্য ন্যূনতম ফি এর বিনিময়ে কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ কৃষিপণ্য গুদামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৯.২ কৃষিপণ্যের সার্বিক সুরক্ষা ও গুণগত মান ঠিক রাখতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করা;

১৯.৩ বৈজ্ঞানিকভাবে গুদামে পণ্য প্রবেশ, সংরক্ষণ, গ্রেডিং, সর্টিং, পোকামাকড় দমন, মান সংরক্ষণ, ওজন নিয়ন্ত্রণ, বহির্গমন ও হস্তান্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা;

১৯.৪ সার্বিক গুদাম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.৫ সংরক্ষিত পণ্যের বিপরীতে কৃষকদের ব্যাংক ঋণের প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ও আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সহযোগিতা করা;

১৯.৬ গুদামে সংরক্ষিত পণ্য বিক্রির নিশ্চয়তার জন্য ক্রেতা বা বাজার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

১৯.৭ উৎপাদক থেকে শুরু করে গুদামজাতকরণ শেষে বাজারজাতকরণের সম্পূর্ণ চেইনে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

১৯.৮ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত পণ্যের ডাটাবেইস (ফসল, পরিমাণ, গুদামজাতকরণ ও খালাসের সময় কৃষকের তথ্য, বাজার তথ্য ইত্যাদি সংবলিত) সংরক্ষণ করা;

২০.০ কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন।

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদানে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য আড়তদার, পাইকার, প্রক্রিয়াজাতকারি, ফড়িয়া, খুচরা বিক্রেতা থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতি স্তরে মূল্য সংযোজন ঘটে এবং কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যার ফলে ভোক্তা যেমন একদিকে উচ্চমূল্যে পণ্য ক্রয় করে অপরদিকে কৃষক তাঁর ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক তাঁর উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রিতে বাধ্য হন। ফলে কৃষক দিনেদিনে কৃষি কাজে আগ্রহ হারাচ্ছেন যা কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির বাংলাদশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। কৃষকের আর্থিক লাভের নিশ্চয়তা, কৃষি কাজে আগ্রহ ধরে রাখা এবং কৃষকের জীবন মান উন্নয়নে নির্দিষ্ট কৃষি পণ্যের জন্য ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে। নির্ধারিত এই মূল্যের চেয়ে বাজার মূল্য কম হলে কৃষককে উৎপাদন খরচের সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট টাকা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভর্তূকি প্রদান করা হবে। একইভাবে সময়ে সময়ে সরকার জরুরি মনে করলে বাজার মূল্য সহনীয় রাখতে এবং কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের (যেমনঃ পাইকার, স্থানীয় বা অন্যান্য আড়ত, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন, স্থানীয় খুচরা বিক্রেতা, হিমাগার, আমদানিকৃত কৃষি পণ্য, হিমাগার) ক্রয়মূল্যের সাথে অন্যান্য বিপণন খরচ যুক্ত করে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সর্বোচ্চ যৌক্তিক বা কাম্য মূল্য নির্ধারন করে দিবে। কৃষি পণ্য নির্দিষ্টকরণ, ভর্তূকি প্রদান এবং সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণে কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী গঠিত কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটি সার্বিক কাজের সমন্বয় করবে এবং প্রয়োজনে সাব কমিটি গঠন করবে। সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণে সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ বা সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

২১.০ জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি পর্যালোচনাঃ

জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১ প্রতি পাঁচ বছরে পর্যালোচনা করা হবে।

২২.০ বাংলা ভাষার প্রাধান্য:

এ নীতি কার্যকর করার পর সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইংরেজী অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ সরকার প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাংলা পাঠ এবং ইংরেজী পাঠে কোন বিভ্রান্তি/অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে বাংলায় প্রণীত নীতি গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে।